০৯-১০-১৭ প্রাত:-মুরলী ওম্ শান্তি 'বাপদাদা' মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা :- তোমরা হলে রুহানী যোদ্ধা, তোমরা বাবার থেকে অনেক বড় বড় জ্ঞানের গোলা (বোমা) পেয়েছ, যার দ্বারা মায়া অরি-কে (দুশমনকে) জয় করতে হবে ।"

প্রশ্ন :- কোন্ রহস্য বুঝে যাওয়াতে, তোমরা নিশ্চিন্ত বাদশা (বেফিকর বাদশাহ) হয়ে গেছো ?

উত্তর :- সমগ্র নাটকের রহস্য বোঝার কারণে তোমরা নিশ্চিন্ত বাদশা হয়ে গেছো । এখন তোমরা জেনে গেছো যে পুরানো হিসেব - নিকেশ শেষ করে আমরা ২১জন্মের জন্য জ্ঞান আর যোগের ঝুলি ভর্তি করছি । আমরা হলাম শিববাবার পৌত্র আর ব্রহ্মা বাবার সন্তান .....তাহলে কোন্ বিষয়ের চিন্তা করবো ।

গীত :-- ভাগ্য জাগিয়ে এসেছি, আমি এক নতুন দুনিয়া রচে এসেছি .....

ওম্ শান্তি । বাবা বসে বোঝান, আমার প্রিয় বাচ্চারা, তোমরা হলে গুপ্ত সেনা, আর বাচ্চারা তোমাদের জ্ঞানের বড় বড় বারুদ - জ্ঞানের বড় বড় গোলা(বম্ব) প্রাপ্ত হয়েছে । তোমরা জানো, এ সেই গীতার এপিসোড অর্থাৎ সেই নাটকের পার্ট আবার শুরু হয়েছে । এই গীতা শাস্ত্রই এমন যার সঙ্গে মহাভারত যুদ্ধের সম্পর্ক আছে । তোমরা বাচ্চারা হলে গুপ্ত সেনা । যেমনভাবে ওরা অভ্যাস করছে তাতে গোলা রিফাইন হয়ে যাবে । তেমনই শিববাবাও বলেন ব্রহ্মার দ্বারা আমি তোমাদের অনেক বড় বড় জ্ঞানের গোলা দিই । তাই তোমরা মানুষরা খুব ভালোভাবে শঙ্খধ্বনি করো যে গীতার পার্ট আবার শুরু হয়েছে এবং স্বর্গের দৈব সাম্রাজ্য আবার স্থাপন হচ্ছে । তোমরা বাচ্চারা নিজেদের জন্য রাজত্ব স্থাপন করছো । দুনিয়ার সেনারা পরিশ্রম করে তাদের রাজা রানীদের জন্য, তোমরা নিজেদের জন্য মায়াকে জয় করে ২১ জন্মের জন্য বাদশাহী নাও - আগের ৫০০০ বছরের মতো । এই কথা তো তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে বরাবর আমরাই আমাদের ভাগ্য বানিয়েছি । দুনিয়ার মানুষ অল্পকালের জন্য প্রালব্ধ পেয়ে থাকে । এখানে তোমরা প্রত্যেকেই ২১ জন্মের জন্য প্রালধ্ব বানাতে পারো । তোমরা মাম্মা এবং বাবার থেকেও উঁচুতে যেতে পারো । কিন্তু বিবেক বলে যে মাম্মা - বাবার থেকে উঁচু কেউই হতে পারে না । যদিও সূর্য বা চাঁদের গ্রহণ লাগে তবুও পড়ে যায় না । তারা তো খসেও পড়ে । বাবা বলেন ....আমার প্রিয় বাচ্চারা, আমি তোমাদের কেন স্মরণ করবো না । এমন প্রিয় বাচ্চাদের কথা কেন মনে আসবে না । কিন্তু অনুভব বলে যে বাচ্চারা বাবাকে স্মরণ করতে ভুলে যায় । নিজেকে বাবার সজনী মনে করলেও অনেক শক্তি মিলবে কারণ সজনী তো অর্ধাঙ্গিনী হয় তার সজনের । বাচ্চারা তো বাবার সম্পত্তির সম্পূর্ণ অধিকারী হয় তাই বাবা বলেন যে আমার 'জ্ঞানী তু আত্মার' সঙ্গেই প্রেম । ধ্যানী ব্যক্তির তো সাক্ষাত্কারের ইচ্ছা থেকে যায় কিন্তু যারা সারাদিন 'বাবা - বাবা' করতে থাকে তাদের তো জ্ঞানীই বলবে । বাবার জ্ঞানের অনেক শখ আছে । এখন তোমরা জ্ঞানের গোলা পাচ্ছ, এ তো নতুন কথা । ধ্যানে অনেক সাক্ষাত্কার ইত্যাদি করে, কিন্তু তারা জ্ঞান কিছুই পায় না । বাবা এমনও বলেন না যে ধ্যান খারাপ । ভক্তিমার্গ সাক্ষাত্কার হলে মানুষ খুশী হয়ে যায়, কিন্তু মুক্তিধামে যেতে পারে না । বাবা বলেন, তোমরা আমার ধামে আসবে । তোমরা জানো যে এই জ্ঞানের দ্বারা আমরা ভবিষ্যতের রাজকুমার হতে পারবো । দেবতারা তো এখানে নেই যারা এই চোখ দিয়ে দেখতে পাবে । চিত্র তো অনেক আছে । কৃষ্ণকে তো তোমরা দেখো , সেখানে রাজকুমার - রাজকুমারীদের রাস লীলা চলে অথবা বাল লীলাও দেখানো

হয় । কিন্তু মহারাণী কবে হবে, কবে সেই রাজকুমারকে দেখা যাবে । এ তো কেউই জানে না । বাবা সাক্ষাত্কার করান যে নিশ্চিত হও যে আমরা ভবিষ্যৎ মহারাণী হতে চলেছি । জ্ঞানের দ্বারাও বুঝবে, কিভাবে আমাদের আত্মা এবং শরীর দুইই পবিত্র হবে । এই যে 'হাম সো' মন্ত্র, তা এখনকার জন্য । শিববাবাকে স্মরণ করলে শক্তি পাওয়া যায় । হাতিমতাইয়ের খেলায় দেখানো হয় -- মুখে পুঁতি দিলেই মায়া চলে যেত । বাবা নিজেই বলেন, হে আমার প্রিয় বাচ্চারা, তোমরা কাজকর্ম যাই করো না কেন কেবলমাত্র তোমাদের বুদ্ধির দ্বারা বাবাকে স্মরণ করতে হবে । তোমাদের এক হলো পরমধাম । দুনিয়ার মানুষ যখন যাত্রায় যায় তখন অনেক ঘুরতে থাকে । চারধামই তাদের বুদ্ধিতে থাকে । তোমাদের বুদ্ধিতে এক পরমধাম আছে । কাউকে জিজ্ঞেস করো, তোমরা কি চাও ? তারা বলবে মুক্তি । সন্ন্যাসীরাও শান্তির জন্য বাড়িঘর ছেড়ে দেয় । জঙ্গলে চলে যায় । তারা ভাবে .....আমরা জন্ম মরণের চক্র থেকে যদি মুক্তি পাই, মোক্ষ পাই । কিন্তু চিরকালের জন্য কেউ মুক্তি পেতে পারে না । এ হলো অনাদি বানানো নাটক । এই নাটকের রহস্য কেউই জানে না । সৃষ্টিকর্তা, নির্দেশক, প্রিন্সিপল এবং অভিনেতাকে কেউ জানে না । তোমরা জানো যে এই নাটকের চারটি ভাগ আছে । এমন নয় যে সত্যযুগের আয়ু বড় । জগন্নাথপুরীতে যখন চালের ভোগ দেওয়া হয় তখন তা চার ভাগ হয়ে যায় । এই দুনিয়া হলো চার যুগের নাটক, এর আদি - মধ্য এবং অন্তকে একমাত্র তোমরাই জানো, এ হলো এক খেলা । আমরা দেবী দেবতারাই রাজত্ব করতাম । আমরাই আবার তা হারিয়ে ফেলেছিলাম আবার আমরাই আবার জয় করে নিচ্ছি । এ হলো ৫ হাজার বছরের কথা । এখানে প্রত্যেকেই নিজেদের জন্য পুরুষার্থ করে । যে অন্যকে নিজের মতো বানাতে পারবে, বাবা তাকে পুরস্কারও দেন । বাবা বলেন যে যোগ অগ্নির দ্বারা তোমাদের পাপ নিজে থেকেই বিনাশ হয়ে যাবে, আমি কিছুই করি না । তোমরা নিজেদের পুরুষার্থের দ্বারাই রাজত্ব পাও, যেমন রাজা জনকের উদাহরণ আছে । একে বলা হয় সাক্ষাত্কার ।

তোমরা জানো যে আমরা জীবনমুক্তিতে যাবার জন্য পুরুষার্থ করছি, যাতে জ্ঞানের দরকার । আমাদের মুক্তিতে থাকলে চলবে না । আমাদের পার্ট অলরাউন্ড । যেমন ট্রেনে করে কোথাও গেলে তোমরা ভায়া আহমেদাবাদ হয়ে যাও । আমাদেরও জীবনমুক্তিতে যেতে হবে ভায়া মুক্তি । প্রতি মুহূর্তে পরমধামকে স্মরণ করো । দুনিয়ার স্কুলে মানুষ ৫ - ৬ ঘন্টা পড়ে, এখানে এতো পড়তে পারে না, তাই বলা হয় এক মুহূর্ত ....আধ মুহূর্ত ....এর মধ্যে অমৃতবেলা খুবই ভালো । স্নানও অমৃতবেলাতে করা হয় । একবার মুরলী শুনে পয়েন্টস রিপিট করতে থাকো । টেপে মুরলী রাখা যায় । তোমরা যদি ১৫ দিন বাদেও শোন, তাহলেও শুনে ফ্রেশ হয়ে যাবে । কোনো পয়েন্ট যদি মনে না থাকে তাহলে চট্ করে খেয়াল এসে যাবে । মুরলীর নোটস্ নিজের কাছে রাখা ভালো, এ তো বারুদ । অনেক বাচ্চাই এই নোটস্ রাখে । যেমন ব্যারিস্টার, সার্জনরা নিজেদের কাছে অনেক বই রাখে, যারা অনেক বই পড়ে তারা ভালো ওষুধ দেয় । কেউ কেউ খুব ভালো নোটস্ নেয়, কেউ কেউ আবার নোটস্ও নিতে পারে না । বাবা বলেন, এও তোমাদের কর্মবন্ধন । এও তাদের বিকর্ম । তোমরা বাচ্চারা জানো, আমাদের রাজধানী স্থাপন হচ্ছে । যেমন প্রথমে ইংরেজ ব্যবসার জন্য এসেছিলো, কিন্তু ব্যবসা করতে করতে দেখলো এরা তো নিজেদের মধ্যে লড়াই - ঝগড়া করে, তাহলে কেন না আমরা নিজেদের সৈন্য নিয়ে রাজ্য দখল করি । তোমাদের জন্য তো খুবই সহজ । কাউকে মারার কোনো কথা নেই । তোমরা যোগবলের দ্বারা রাজ্য ভাগ্য নাও । সত্যযুগে লক্ষ্মী - নারায়ণ রাজপদ কিভাবে পেয়েছিলেন ? কলিযুগের রাত সম্পূর্ণ হলেই সত্যযুগের দিন আসবে । দিনে রাজত্ব আর রাতে ধর্মচক্র, বাবা এলে আমরা ধনী হয়ে যাই । কলিযুগের পরে আসে সত্যযুগ । অনেক ধর্মের পরে আসে এক

ধর্ম । যারা আগের কল্পে রাজত্ব নিয়েছিলো তারাই এখন আবার নিচ্ছে । তাদের বলা হয় স্বর্গীয় দৈব সাম্রাজ্য । এখন তো হলো নরক আর নির্বাণধাম হলো ব্রহ্মাণ্ড, যেখানে তোমরা ডিমের মতো থাকো । তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড এবং এই সৃষ্টির জ্ঞান আছে । কত সহজ কথা । মুখ্য হলো গীতার কথা । গীতায় ভগবানের নাম বদলে দিয়েছে । এ হলো জ্ঞানের গোলা । এই এক কথাকে যুক্তি দিয়ে বোঝাও । এইসময় সবাই চোরাবালিতে ফেঁসে রয়েছে । মায়া সকলের ডানা ভেঙ্গে দিয়েছে তাই উড়তে পারে না । বাবা এসেই এখান থেকে মুক্ত করানোর সাধনা করান । তাই এখন সবাইকে পবিত্র হয়ে ঘরে ফিরে যেতে হবে ।

তোমরা বাবার থেকে আবার রাজ্য – ভাগ্য নেওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো । বাবা বোঝান যে তোমরা খুশীতে থাকো । যারা নিজেরা এই জ্ঞান খুব ভালোভাবে ধারণ করে অন্যকে নিজের সমান বানাতে পারবে তারা খুশীতে থাকবে । যারা এক নম্বরে পাস করবে তারা তো খুব খুশীতে থাকবে, তাই না । সরকারও তো স্কলারশিপ দিয়ে থাকে । তোমাদেরও মালা তৈরী আছে । ১০৮ এরও মালা হয় । ১৬১০৮ এরও মালা হয় । একটা বাক্স বানানো হয়, তাতে রেখে দেওয়া হয় । এখন তোমরা বুঝে গেছো এই মালা কার । রুদ্রাক্ষের মালা কাকে বলা হয় । প্রথম হলো ব্রহ্মার মালা । বাবা তো এই রচনা করছেন । যারা ব্রহ্মার মনে স্থান পাবে তারাই শিববাবার মনেও স্থান পাবে । এ হলো ব্রহ্মার মালা । সব বাচ্চারা আছে না । তাই প্রথমে তার মালা এরপর রুদ্রের মালা তৈরী হয়, তারপর বিষ্ণুর গলায় শোভা পায় । এই স্বর্গীয় রাজধানী এখন স্থাপন হচ্ছে । এই মনুষ্য সৃষ্টিই স্বর্গ আর নরক হয় । স্বর্গে দেবী – দেবতারা থাকেন তাই তাকে স্বর্গ বলা হয় । স্বর্গে যারা থাকে তারাই পরে নরকে যায় । তারপর আমরাই আবার নরক থেকে স্বর্গে যাই । মায়াকে জয় করে আমরা জগৎ জিত হই । তোমরা বলবে যে আমরা এই পার্ট অনেকবার করেছি । কেউ যদি বলে, কেবল তোমরাই স্বর্গ দেখবে ? আমরা দেখবো না ? তাদের বলো, সবাই থোড়াই সেখানে যেতে পারবে । এ অসম্ভব । প্রত্যেকেই তাদের সতো, রজো এবং তমোগুণের অভিনয় করে থাকে । এ কেউই জানে না । তোমরা জানো যে, আমাদের রাজত্ব স্থাপন হচ্ছে । আমরা স্বর্গের মালিক হচ্ছি । এই নাটক তোমাদের অবশ্যই পুরুষার্থ করাবে । নাটকে এঁনার দ্বারাই মুরলী শোনানো হয়েছে । পুরুষার্থ ছাড়া তোমরা থাকতে পারবে না । বসতেও পারবে না । আগের কল্পে যেমন মুরলী শোনানো হয়েছিলো সেই অনুসারে এবারও শোনানো হবে । কতো গোপন কথা এটা । এই নাটক অবশ্যই রিপিট হবে । আমরা হলাম নিশ্চিন্ত বাদশা । আমরা পরমপিতা পরমাত্মা শিবের পৌত্র । তোমাদের সম্বন্ধে তিনি কত সতর্ক । এ হলো রাজযোগ । বাবা বলেন, এখন পুরনো হিসেব – নিকেশ শেষ করো । এর থেকে বুদ্ধির যোগ দূর করো । এরপর জ্ঞান আর যোগের দ্বারা যত জমা করবে, ততই তোমাদের ২১ জন্মের জন্য ঝুলি ভরতে থাকবে, এতে তো ভয়ের কোনো কথাই নেই । বাবা তো দাতা । তিনি বলেন, যা তোমাদের আছে, সব নিবেদন করে দাও । এখানে তো কোনো মহল তৈরী করতে হবে না । এই টাকায় কি করতে হবে । কেবল তিন পদ জমি নিয়ে সেন্টার খুলে দেয় । এ হলো জবরদস্ত ইউনিভারসিটি বা হাসপাতাল । ওই হাসপাতাল তো অনেক হয়ে থাকে । এ হলো একই হাসপাতাল । যারা ধর্মপ্রাণ হবে তারা বলবে, কেন না আমরা এমন হাসপাতাল খুলি যেখানে মানুষ চিরসুস্থ হতে পারে, বাবা যখন স্বাস্থ্য এবং সম্পদ দেন, তখন তারা বলে, বাবা এ সবই তোমার, যে কাজে চাও লাগাও । তাই নিশ্চিত হয়ে সম্পূর্ণ অনুসরণ করতে হবে, তাই না । প্রত্যেকেই নিজের জাতিকে ওপরে তোলে । তোমরা বলো, আমরা ব্রাহ্মণ, তাই সবকিছুই তো ট্রান্সফার করে দেওয়া চাই । বাবা তোমাদের ২১ জন্মের জন্য বাদশাহী দেন । বাবার সেবায় লেগে থাকলে তোমরা কখনোই ক্ষুধার্ত হবে না । আমাদের খরচ তো খুবই কম

। তোমাদের তো খিদের জন্য দুটো রুটিই যথেষ্ট, আর কি চাই । দুনিয়ার অন্য মানুষদের তো অনেক খরচা । বিয়ে সাদী উপলক্ষে তারা অনেক খরচা করে । আমাদের কোনো খরচাই নেই । আমাদের বিবাহ বন্ধনী হয় শিব বাবার সাথে । এক পাইও খরচা নেই । বিবাহ বন্ধনী করে আমরা বাবার কাছে চলে যাই । এখানেও বাচ্চারা তোমাদের সেবা করতে হবে । তোমাদের নিজেদের স্মরণ দেখে খুশী হতে হবে । এ আমাদের বাবা – মাম্মার স্মরণ এবং আমরা দেবী – দেবতাদেরও স্মরণ । মুখ্য স্মরণ হলো ৫ – ৭ জনের । প্রথম মুখ্য স্মরণ হলো শিববাবার । ওই একের অনেক নাম । তারপর হলো সূক্ষ্মবতনবাসী ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্করের স্মরণ, এরপর মনুষ্য সৃষ্টিতে সঙ্গমযুগী জগদম্বা, জগত পিতা আর তোমরা সব শক্তিদের, বাচ্চারা আর সত্যযুগের লক্ষ্মী – নারায়ণ, ব্যস্ । বাদবাকি তো অনেক প্রকারের মন্দির বানানো হয়েছে । তাতে মানুষের অনেক বিভ্রান্তি হয় । তোমরা সব বিষয় থেকে মুক্ত হয়ে যাও আর কতো খুশীতে থাকো । এমন কোনো ইউনিভার্সিটি নেই যেখানে মানুষ থেকে দেবতা বানানো হয় । তোমাদের হলো ঈশ্বরীয় ছাত্র জীবন । তোমরা পাস করে পরিবর্তন হয়ে যাবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :–

১) অমৃতবেলায় মুরলী শুনে পয়েন্ট রিপিট করতে হবে । অবশ্যই মুরলীর নোটস্ নিতে হবে । খুশীতে থাকার জন্য অন্যকে নিজের সমান বানানোর সেবা করতে হবে ।

২) ব্রহ্মা বাবার হৃদয়ে স্থান অর্জন করার জন্য জ্ঞান আর যোগে তীক্ষ্ণ হতে হবে । নম্বর ওয়ান পাস করে স্কলারশিপ নিতে হবে ।

বরদান :– বাবাকে নিজের সমস্ত দায়িত্ব ভার অর্পণ করে সেবার খেলা করে মাস্টার সর্বশক্তিমান হও ।

যে কোনো কার্য করাকালীন সর্বদা এই স্মৃতি যেন থাকে যে সর্বশক্তিমান বাবা আমার সাথী, আমরা হলাম মাস্টার সর্বশক্তিমান, তখন কোনো প্রকারের ভারী ভাব থাকবে না । যখন নিজের দায়িত্ব ভাববে তখনই ভারী থাকবে তাই ব্রাহ্মণ জীবনে সমস্ত দায়িত্ব ভার বাবাকে দিয়ে দাও তখনই সেবাও এক খেলার মতো অনুভব হবে । যত বড় চিন্তার বিষয়ই হোক না কেন, অ্যাটেনশন দেবার কাজই হোক, মাস্টার সর্বশক্তিমানের বরদানের স্মৃতিতে নিশ্চিন্ত থাকবে ।

স্লোগান :– মুরলীধরের মুরলীতে দেহ – জ্ঞান ভুলে, খুশীর দোলায় দুলতে থাকা সত্যিকারের গোপিকা হও ।